তারিখ : 14 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

বেসরকারি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা

এনটিআরসিএর তালিকা থেকেই শিক্ষক নিয়োগ

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, দেশের বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধার ভিত্তিতেই শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত?্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) যাকে ঠিক করে দেবে তাকেই নিতে হবে।

দেশের বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষকের পদ খালি আছে। নানা অনিয়মের অভিযোগে গত অক্টোবর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়োগ বন্ধ রাখলেও সম্প্রতি এসব পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর অংশ হিসেবে সব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকের শূন্যপদ সংখ্যা বা চাহিদা নেয়া হয়। পরে শূন্যপদের তালিকা প্রকাশের পাশাপাশি এসব পদে নিয়োগের আবেদন নেয়া হয়।

গত ১০ অক্টোবর শেষদিন পর্যন্ত প্রায় ১৩ লাখ আবেদন জমা পড়ে। কিন্তু চাকরি প্রত্যাশীরা বলছেন, সফটওয়্যারের মাধ্যমে নির্মোহভাবে মেধাতালিকা অনুযায়ী সুপারিশ করা হবে— এমনটি তারা বিশ্বাস করেন না। ফলে অনেককে এনটিআরসিএ কেন্দ্রিক দালালচক্র, গণমাধ্যমকর্মীসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও স্থানে ধরনা দিতে দেখা যায়। এমন বাস্তবতায় শিক্ষামন্ত্রী নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে শনিবার মুখ খুললেন। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এ প্রক্রিয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগপত্র ইস্যু করবে মাত্র। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা থাকবে না। শিক্ষামন্ত্রী এদিন এনটিআরসিএ আয়োজিত ১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ঢাকা কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী এসময় শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকের চাহিদা না দেয়া প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশেও কঠোর হুশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, এনটিআরসিএতে চাহিদা না দিয়ে স্ব-উদ্যোগে শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা করলে ওইসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এমন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও এমপিও বাতিলসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি স্কুল-কলেজের খণ্ডকালীন বা অস্থায়ী শিক্ষকদের ব্যাপারে বলেন, একটা সময় দিয়ে পিরিওডিক্যালি পরীক্ষা নেব। বিজ্ঞাপন দেব, চাহিদা চাইব। যিনি এর আওতায় পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষক হবেন না, তিনি তো আমাদের খাতার শিক্ষক হিসেবে গণ্য হবেন না। বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক হতে চাইলে অবশ্যই শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সনদ থাকতে হয়। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষক নিয়োগে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা কারও হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার বা সুযোগ নেই। আমরা একজনকে ঠিক করে দেব, তাকে নিতে হবে। কারও কোনো ধরনের ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ও সুবিধা নেয়ার সুযোগ নেই। আগের নিয়োগ প্রক্রিয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, আমরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষক নিয়োগ দেই সেটা স্বচ্ছ হয় না কিংবা সঠিকভাবে হয় না। যার ফলে আমরা মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে পারি না। আবার করতে পারলেও তাকে ঠিকভাবে নিয়োগ দিতে পারি না।

পরিচালনা কমিটির হস্তক্ষেপ থাকবে না

নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দ্বিগুণ হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সেটা প্রযোজ্য না হলেও এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন?্য প্রযোজ্য। সুতরাং আমরা যদি উন্নতমানের নিয়োগ দিতে পারি, আমাদের জন্য ইতিবাচক হবে।

দেশে বর্তমানে প্রায় ৩৭ হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে আগ্রহী প্রায় ছয় লাখ প্রার্থী আবেদন করে। এরমধে?্য মে ও জুনে প্রাথমিক বাছাইয়ে এক লাখ ৪৭ হাজার জন উত্তীর্ণ হন। এর মধে?্য শুক্রবার পরীক্ষা দেন স্কুল পর্যায়ের ৯০ হাজার ৯৪৪ জন এবং মাদ্রাসা ও টেকনিক্যালে ৬২০ জন। কলেজ শিক্ষক হওয়ার জন্য আজ বাকি ৫৫ হাজার ৬৯৮ জন পরীক্ষা দিচ্ছেন। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরীক্ষায় যারা ভালো করবেন তাদের পদায়ন করা হবে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১৫ দিনে খাতা দেখবেন এবং পরের ১৫ দিন প্রধান পরীক্ষকের কাছে খাতা পৌঁছাবেন। অক্টোবরের শেষদিকে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন, ছয় মাসের মধ্যে শূন?্য পদে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। যে থানা খালি সেখানে স্থানীয়দের নিয়োগ দেয়া হবে। না থাকলে জেলা পর্যায়, তারপর বিভাগীয় পর্যায় থেকে। তারপরও পাওয়া না গেলে যেখান থেকে পাওয়া যায় সেখান থেকে নিয়োগ দেয়া হবে। তবে মূল শহর বা বিভাগীয় শহরে জাতীয়ভাবে নিয়োগ দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থীর বাড়ি সেখানে কিনা তা দেখা হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনকালে শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান এএমএম আজহার, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন মোল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।